জেলাঃ খুলনা।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

হাইকোর্ট বিভাগ।

(দেওয়ানী আপীলের অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি সৈয়দ মোঃ জিয়াউল করিম

এবং

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন

প্রথম বিবিধ আপীল নং ১৯/২০১১

সংগে

দেওয়ানী রুল নং ৫৩০(এফ.এম)/২০১০

শিরোনামঃ

দেওয়ানী জারী ১১৪/২০০৬ নং মামলায় প্রচারিত ২০/৭/২০১০ তারিখে রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্ডার ১৯৭৩ এর ২৭(১০) ধারার বিধান মতে দায়িক পক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত প্রথম বিবিধ আপীল।

পক্ষগণঃ

শেখ আবু সেলিম

---দায়িক-আপীলকারী।

বনাম

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন গং

---ডিক্রিদার-দায়িক-প্রতিপক্ষগণ।

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ

জনাব আহম্মেদ নওশেদ জামিল সংগে

জনাব এইচ. এম. বোরহান

---দায়িক-আপীলকারী পক্ষে।

জনাব মোঃ ইমাম হোসাইন সংগে

মিসেস খোরশেদ জাহান

---ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষে।

কেহ উপস্থিত নাই

--- ২-৯ নং ডিক্রিদার-প্রতিপক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ২৬/০২/২০১৭ ও ২/০৩/২০১৭

রায় প্রদানের তারিখঃ ১৪/০৩/২০১৭।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

অত্র প্রথম বিবিধ আপীলটি উদ্ভব হইয়াছে খুলনার জেলা জজ আদালতের দেওয়ানী ১১৪/২০০৬ নং জারী মামলায় প্রচারিত ২০/০৭/২০১০ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে, যে রায় ও আদেশ মূলে ১ নং দায়িক-আপীলকারী ও ২-৯ দায়িক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ডিক্রিকৃত টাকা ডিক্রিদার-১নং প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে নিজ দায়িত্বে পুনঃতফসিলীকরণ করিতে পারিবেন মর্মে আদেশ হইয়াছে।

অতঃপর উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া তাহার আইনগত বৈধতার প্রতিবাদে ১ নং দায়িক-আপীলকারী হিসাবে অত্র প্রথম বিবিধ আপীলটি দায়ের করেন এবং পরবর্তীতে উল্লেখিত জারী মামলার কার্যক্রম অত্র প্রথম

বিবিধ আপীল নিষ্পত্তি না হওয়ায় পর্যন্ত স্থগিতের নিমিত্তে এক দরখাস্ত দাখিল করিলে দরখাস্ত মঞ্জুর পূর্বক দেওয়ানী ১১৪/২০০৬ নং জারী মামলার কার্যক্রম স্থগিত রাখার আদেশ হইলে দেওয়ানী ৫৩০(এফ,এম)/২০১০ নং রুলের উদ্ভব হয়। যেহেতু একই বিষয় নিয়া অত্র প্রথম বিবিধ আপীল এবং দেওয়ানী রুলটি উদ্ভব হইয়াছে সেহেতু প্রথম বিবিধ আপীল এবং রুলটি একটি মাত্র রায়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য একই সঙ্গে শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল।

আপীল ও রুলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে, ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী হিসাবে বকেয়া গৃহ ঋণ আদায়ের নিমিত্তে খুলনার জেলা জজ আদালতে ১নং দায়িক-আপীলকারী সহ ২-৯ নং প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ৩১/০৭/১৯৯৬ তারিখ পর্যন্ত সুদ এবং আসল সহ ১৪,৫৬,৬১৭.৭২ টাকা আদায়ের নিমিত্তে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্ডার ১৯৭৩ এর ২৭ ধারার বিধান অনুযায়ী ২৯/০১/১৯৯৭ তারিখে বিবিধ ৩১/১৯৯৭ নং মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় দায়িক-আপীলকারী-২-৯ নং প্রতিপক্ষ ঋণ গৃহীতাগণ লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। কিন্ত কোন সাক্ষ্যাদি উপস্থাপন করেন নাই। অতঃপর বিজ্ঞ জেলা জজ ডিক্রিধার-১নং প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীর দরখাস্ত এবং তাহাদের পক্ষে উপস্থাপিত ১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যাদি এবং দাখিলীয় কাগজ পত্রাদি পর্যালোচনাও মূল্যায়ন করিয়া ডিক্রিধার-

১নংপ্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীর প্রত্যাশিত মতে ১৪,৫৬,৬১৭.৭২ টাকা আদায় পর্যন্ত সুদ এবং খরচাসহ ডিক্রি দেন, অন্যথায় বন্ধকী সম্পত্তি এবং তদুপরিস্হ বিল্ডিং-ইমারতাদি আদালতের মাধ্যমে বিক্রয় করিয়া ডিক্রির টাকা আদায় পর্যন্ত সুদসহ খরচা সমন্বয় করিতে পারিবেন।

অতঃপর উক্ত রায় ও ডিক্রির পর দায়িক-আপীলকারী এবং ২-৯ নং দায়িক প্রতিপক্ষগণ ডিক্রির টাকা পরিশোধ না করায় দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষ ২৬/০১/২০০৬ তারিখের আদালতের রায়ের আলোকে ডিক্রি জারীর নিমিত্তে যে দরখাস্ত দায়ের করেন, তাহা দেওয়ানী ১১৪/২০০৬ নং জারী মামলা হিসাবে রুজু হয়।

অতঃপর উক্ত জারী মামলায় ১ নং দায়িক-আপীলকারীসহ ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষ হাজির হইয়া ডিক্রিকৃত ১৪,৫৬,৬১৭.৭২ টাকা মাসিক ৮,৬০০/- টাকা হারে ১৬৯ টি কিস্তিতে পরিশোধ পূর্বক কিস্তির প্রার্থনা করিলে বিজ্ঞ আদালত ০৮/১০/২০০৭ তারিখের ১১ নং আদেশে ৩ লক্ষ টাকা জমা দানের নির্দেশ প্রদান করেন, যাহার পরিপ্রেক্ষিতে আপীলকারী এবং ২-৯ নং দায়িক প্রতিপক্ষদের পক্ষ হইতে মে, ২০১০ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,৪৮,০০০/-টাকা পরিশোধ করা হয়। তদুপরি বিগত ২৩/০৫/২০১০ তারিখ দায়িক-আপীলকারী ও ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষদের পক্ষ হইতে তাহাদের পরিশোধিত

৪,৪৮,০০০/-টাকা দরখাস্তকারী-ডিক্রিধার-১ নং প্রতিপক্ষ কর্পোরেশনের প্রকাশিত সাকুর্লার নং যথাক্রমে ২/২০০৮ ও ২/২০০৯ এর মর্ম অনুযায়ী বকেয়া টাকার শতকরা ৩০% হিসাবে গণ্য করিয়া সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট টাকা পুনঃতফসিলীকরণের প্রার্থনা করেন। যাহা ২০/০৭/২০১০ তারিখে ৩৯ নং আদেশ মূলে নিম্নোক্ত মর্মে নিষ্পত্তি করা হয়।

“দায়িকপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। ডিক্রিদারপক্ষ হাজিরা দাখিল করে নাই। ঋণের টাকা কিস্তিতে পরিশোধের জন্য দায়িক পক্ষের দাখিলী দরখাস্ত (১১/০৩/২০০৭ তারিখের) শুনানীর জন্য উপস্থাপন করা হইল।

শুনিলাম। দায়িক পক্ষের পুনঃতফসিলীকরণের বিষয়টি ডিক্রিদার নিজ দায়িত্বে করিলে করিতে পারিবেন। আগামী ২৪/০৮/২০১০ তারিখ ডিক্রিদার পক্ষের তদবিরের জন্য দিন ধার্য হইল।"

উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া ১ নং দায়িক আপীলকারী হিসাবে অত্র প্রথম বিবিধ আপীলটি দায়ের করিয়াছেন।

আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আপীলের স্বপক্ষে নিবেদন করেন যে, দায়িক-আপীলকারীপক্ষ ডিক্রিকৃত টাকা ১৬৯টি কিস্তিতে পরিশোধসহ পুনঃতফসিলীকরণের জন্য নিম্ন আদালতে ১১/০৩/২০০৭ তারিখে দরখাস্ত

দাখিল করিলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের নির্দেশে বিভিন্ন তারিখে ৩ লক্ষ টাকা এবং পরবর্তীতে আরো টাকা পরিশোধ করেন। সর্বোপরি মে, ২০১০ পর্যন্ত দায়িক-আপীলকারী ও ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষ ডিক্রিকৃত টাকার বিপরীতে ৪,৪৮,০০০/-টাকা পরিশোধ করিয়াছেন এবং আদালতের এই টাকার কিস্তি চলমানকালে দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষের দপ্তর হইতে বকেয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ২টি সার্কুলার যথা ০২/০৮ ও ০২/০৯ জারী করা হয়। যেখানে শর্ত থাকে যে, বকেয়া পাওনার উপর শতকরা ১৫-৩০% ভাগ টাকা জমা প্রদান করিলে বকেয়া পাওনা পুনঃতফসিলীকরণ করা হইবে। কিন্তু যেহেতু বকেয়া পাওনা কিস্তিতে পরিশোধের নিমিত্তে দাখিলকৃত ১১/০৩/২০০৭ তারিখের দরখাস্ত নিম্ন আদালতে বিচারাধীন ছিল এবং বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশেই দায়িক আপীলকারী ও ২-৯নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১নং প্রতিপক্ষের প্রকাশিত উল্লেখিত সার্কুলারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তদুপরি পরবর্তীতে আদালতের নির্দেশে জমাকৃত টাকা মূল বকেয়ার ৩০% হিসাবে গণ্য করিয়া ঋণটি পুনঃতফসিলীকরণের নিবেদন করেন। কিন্তু বিজ্ঞ নিম্ন আদালত তাহা অযৌক্তিকভাবে অগ্রাহ্য পূর্বক বিষয়টি দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে দিয়া যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, কিস্তির বিষয়টি

যখন দায়িক-আপীলকারীপক্ষ সর্ব প্রথম বিজ্ঞ আদালতের নজরে আনেন তখন যদি দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিতেন তাহা হইলে দায়িক-আপীলকারীপক্ষ সেই সুযোগ গ্রহণ করার সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেন। অথচ বিজ্ঞ আদালত দায়িক-আপীলকারী ও ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষদের কিস্তির বিপরীতে ৩ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিয়া দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত সার্কুলার অনুযায়ী প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। বর্তমানে আদালতের এই কৌশলগত আদেশের জন্য দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষ তাহাদের মোট বকেয়া পাওনার হিসাবে ২৯,৬১,৫৫০.৬০ টাকা দাবী করিতেছেন যাহা সম্পূর্ণরুপে বেআইনী, সংবিধান পরিপন্থী, এমনকি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায়ের প্রচলিত আইনের চরম ব্যত্যয় বটে। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, দায়িক-আপীলকারীপক্ষ হইতে যে টাকা ইতোপূর্বে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ মতে জমা প্রদান করা হইয়াছে তাহা বর্তমান পাওনার সঙ্গে সমন্বয় করা হয় নাই। সর্বোপরি বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষের মূল ঋণের ২০০% (১০০+২০০=৩০০) বেশী উল্লেখিত দাবী সম্পূর্ণরুপে অযৌক্তিক, অগ্রহণযোগ্য এবং আইনের পরিপন্থী

বিধায়, তাহা রদ ও রহিতযোগ্য এবং দায়িক-আপীলকারীর পক্ষ ২৬/০১/২০০৬ তারিখের ডিক্রিকৃত টাকা কিস্তিতে পরিশোধসহ পুনঃতফসিলীকরণ পাইতে হকদার এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আপীলটি মঞ্জুর হওয়ার নিবেদন করেন।

ডিক্রিদার- ১ নং প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, দায়িক-আপীলকারীর দাখিলকৃত অত্র প্রথম বিবিধ আপীলটি এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত দেওয়ানী রুলটি আইনতঃ রক্ষনীয় নহে। ডিক্রিদার- ১ নং প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৩ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির (পরবর্তীতে পি.ও হিসাবে অবিহিত হইবে) ৭ নং আদেশের বলে প্রতিষ্ঠিত এবং উক্ত আদেশের বিধি-বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন তথা ডিক্রিধার- ১ নং প্রতিপক্ষ কর্পোরেশন পরিচালনাসহ তাহাদের কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ কি পদ্ধতিতে আদায় হইবে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে এবং অত্র আদেশটি একটি বিশেষ আইন হিসাবে স্বীকৃত এবং এই বিশেষ আইনের বিশেষত্ব অনুযায়ী অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় থাকিবে এবং সে অনুযায়ী এই আইনের বা আদেশের বিধান অনুযায়ী দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষ বকেয়া ঋণ আদায়ের নিমিত্তে দায়িক-আপীলকারী ও ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে খুলনার জেলা জজ আদালতে বিবিধ ৩১/১৯৯৭ নং মামলা দায়ের করেন। যেখানে দায়িক-আপীলকারী এবং ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষগণ

হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করেন। দায়িক-আপীলকারী এবং ২-৯ নং প্রতিপক্ষগণ ডিক্রিধার-১ নং প্রতিপক্ষ কর্পোরেশনের নিকট হইতে ০৭/০৩/১৯৮৮ তারিখে শতকরা ১০% ভাগ সুদের হারে ৭,৭২,০০০/- টাকা গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহণ করেন, যাহার বিপরীতে নালিশী দরখাস্তের তফসিলে বর্ণিত ভূমি তদুপরিস্হ নির্মাণাদি রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলমূলে বন্ধক/রেহেন রাখেন। কিন্তু দায়িক-আপীলকারীসহ ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষগণ ৩১/০৭/৯৬ তারিখ পর্যন্ত কিস্তির কোন টাকা পরিশোধ না করায় সুদ এবং আসল বাবদ ১৪,৫৬,৬১৭.৭২ টাকা এবং আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাহার উপর সুদ আরোপের প্রার্থনার নিমিত্তে উক্ত মামলা দায়ের করেন।

অতঃপর মামলাটি দো-তরফা সূত্রে ২৬/০১/২০০৬ তারিখে দরখাস্তকারী ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষের প্রার্থীত মতে রায় ও ডিক্রি হয়। দায়িক পক্ষগণ রায় ও ডিক্রির শর্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিপালন না করায় ডিক্রিদার- ১ নং প্রতিপক্ষ কর্পোরেশন ডিক্রি জারীর নিমিত্তে দেওয়ানী ১১৪/০৬ নং জারী মামলা দায়ের করেন। অতঃপর উক্ত জারীর মামলায় দায়িক-আপীলকারীপক্ষ বিজ্ঞ আদালতের নিকট কিস্তিসহ পুনঃতফসিলীকরণের প্রার্থনা করিলে তাহা দায়িকপক্ষ নিজ দায়িত্বে করিতে পারিবেন মর্মে আদেশ প্রদান

করিলে, উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইয়া দায়িক পক্ষ অত্র আপীলটি দায়ের করিয়াছেন। বর্তমানে দায়িক-আপীলকারী ও ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষদের নিকট দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষের বকেয়া পাওনার পরিমাণ দাড়িয়েছে ২৯,৬১,৫৫০.৬০ টাকা। যেহেতু বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আদেশ ১৯৭৩ একটি বিশেষ বিধান এবং এই বিশেষ বিধানের আওতায়ই দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার- ১ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারী হিসাবে প্রতিকারের প্রার্থনার নিমিত্তে দরখাস্ত দায়ের করিয়াছেন এবং তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে দায়িক-আপীলকারী ও ২-৯ নং দায়িক-প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে যথার্থ রায় ও আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ডিক্রিদার- ১ নং প্রতিপক্ষ হালনাগাদ পর্যন্ত সুদসহ মুল টাকা আদায়ের হকদার বটে। এই ক্ষেত্রে, দায়িক-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য তথা অর্থঋণ আদালতের বিধান অত্র মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কেননা, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন তাহাদের নিজস্ব বিধান অনুযায়ী ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা অর্থঋণ আদালত আইনের বিধানেও প্রতিকার প্রার্থনার সুযোগ আছে, যাহা মীমাংসিত সিদ্ধান্ত। বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে, যেহেতু ডিক্রিদার- ১ নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্ডার ১৯৭৩ এর বিশেষ বিধান অনুযায়ী অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন,

সেহেতু উক্ত আইন বা আদেশের বিধান অনুযায়ী অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি হইবে। এক্ষেত্রে অন্য কোন আইনের কর্তৃত্ব প্রযোজ্য হইবে না। সর্বশেষ, বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, দায়িক- আপীলকারী আইনের কোন অসংগতির বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলে আইনের অসংগতিকে চ্যালেঞ্জ করিয়া এবং সেই সংক্রান্তে রুল জারী হইলে কেবল তখনই উক্ত বিষয়ে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ পাইতে পারেন। বর্তমান এখতিয়ারে দায়িক-আপীলকারী পক্ষের কোন প্রতিকার পাওয়ার কোন সুযোগ নাই বিধায়, আপীলটি নামঞ্জুরসহ রুলটি খারিজের প্রার্থনা করেন।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের উপরোক্ত মূল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সামনে মূখ্য এবং প্রধান বিচার্য্য বিষয় দরখাস্তকারী-ডিক্রিধার কর্পোরেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিনা এবং বকেয়া ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে দায়েরকৃত মামলা কোন এখতিয়ারে বা কোন আইনের বিধানবলে প্রযোজ্য হইবে? এবং আপীলকারী অত্র আপীলে আর কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কিনা?

বিষয়টি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রথমত আমাদেরকে দরখাস্তকারী কর্পোরেশনের চারিত্রিক বা কাঠামোগত অবস্থান তথা বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিনা সেই বিষয়ে আলোকপাত করিতে

হইবে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থঋণ আদালত আইনের পূর্বাপর অবয়ব পর্যালোচনার দাবী রাখে।

অর্থঋণ আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৯ সালের ১৩/১১/১৯৮৯ তারিখে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঘোষিত ১৬ নং অধ্যাদেশ বলে জারী হয়। যেখানে মুখবন্ধে উল্লেখ থাকে যে,-

“আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত।

অধ্যাদেশ-

সেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় এবং যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে; সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন।”

উক্ত অধ্যাদেশের ২ নং ধারায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখ থাকে। যেখানে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নাম ২(ক)(৩) নং উপ-ধারায় ধারায় উল্লেখ থাকে।

উক্ত অধ্যাদেশের ৩ ধারার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"৩। অন্যান্য আইনের প্রয়োগ। এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অতিরিক্ত; এবং উহার হানিকর নয় বলিয়া গণ্য হইবে।"

এবং ৯ ধারার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

"৯। বিচারাধীন মামলা। আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ঐ অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায় সংক্রান্ত কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীণ থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই নিষ্পত্তি করা হইবে এবং এই অধ্যাদেশ উক্ত মামললার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।"

পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশটি ১৯৯০ সালের ২০ জানুয়ারী অর্থ ঋণ আদালত আইন, ১৯৯০ নামে অভিহিত হয় যাহার মুখবন্ধে উল্লেখ থাকে যে,-

"আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নকল্পে আইন।"

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য বিশেষ বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্ন আইন করা হইল।

এই আইনের ২ ধারায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে তাহা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যেখানে ২(ক)(৩) নং উপ-ধারায় বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নাম উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আইনে সর্বমোট ১১টি ধারা সন্নিবেশিত হয় এবং আরো উল্লেখ্য যে, ১১ ধারায় অর্থঋণ আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৯ রহিত করা হয়।

পরবর্তীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকার জন্য ২০০৩ সালের ৮ নং আইনবলে আবারো অর্থঋণ আদালত আইন সংশোধিত হয় এবং তাহা অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ নামে অভিহিত হয়। যাহার মুখবন্ধে উল্লেখ থাকে যে,-

"আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ কল্পে প্রণীত আইন;

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ প্রয়োজনীয়;"

সেখানেও আইনের ২ ধারায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম উল্লেখ থাকে, যেখানে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন তথা দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার কর্পোরেশনের নাম ২(ক) (৪) উপ-ধারায় উল্লেখ আছে।

সর্বশেষ ২০১০ সালের ১৬ নং আইনবলে অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধিকতর সংশোধনের আনয়ন করা হয় (উল্লেখ্য যে, এই সংশোধনীর পূর্বে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২০০৭ সালের ৩৯ নং অধ্যাদেশ বলে ২০০৩ সালের অর্থ ঋণ আদালত আইন সংশোধন করেন যাহা অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত।), যাহার মুখবন্ধ হইলঃ

“যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;”

যেখানে ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নামের ক্রমিকে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নাম উল্লেখ আছে।

অর্থঋণ আদালত অধ্যাদেশ আইনের উপরোক্ত বর্ণনা মতে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের অর্থঋণ আদালত আইনের ২ ধারা অনুযায়ী যেমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তেমনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্রমিকে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নাম উক্ত আইনে সুস্পষ্টভাবে ২(ক) ধারায় উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, অর্থঋণ আদালত আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ডিক্রিদার-প্রতিপক্ষ কর্পোরেশনের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, যেহেতু ডিক্রিদার কর্পোরেশনের ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিধি-বিধান বা

আইন আছে, সেহেতু অর্থঋণ আদালত আইন এর বিধি-বিধান দরখাস্তকারী-কর্পোরেশনের পক্ষে প্রয়োগযোগ্য নহে।

বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্ডার ১৯৭৩ এর মূখবন্ধ তথা কি উদ্দেশ্যে উক্ত অর্ডার জারী করা হইল তাহা অনুধাবনের জন্য অর্ডারের মূখবন্ধ নিম্নে অনুলিখন করা হইল;

> "Whereas it is expedient to provide for the establisment of the Bangladesh house Buiding, Finance Corporation for the purposes of providing financial facilities for the construction, repair and remodelling of house [at any place]1 in Bangladesh."

উক্ত মূখবন্ধে উল্লেখিত বাক্যটি হইতে সুস্পষ্ট যে, আদেশটি জারীর মুখ্য উদ্দেশ্য বাংলাদেশের নাগরিকদের বাড়ী নির্মাণ, মেরামত, সংস্কারের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা এবং ২৬ ও ২৭ অনুচ্ছেদে ঋণ আদায়ের সংক্ষিপ্ত বিধান রহিয়াছে। বিষয়টি স্পস্টীকরণের জন্য ২৬ এবং ২৭ অনুচ্ছেদ অনুলিখন করা হইল;

“26. (1) When a borrower or his surety7 makes default in repayment [......]1 or otherwise fails to comply with the terms of the agreement or letter of guarantee with the Corporation, the Corporation notwithstanding the prosisions of any other law may, without the intervention of any Court, sell any property pledged, mortgaged, hypothecated or assigned by the borrower or his surety, to the Corporation by way of security.

(2) Any tansfer of property made by the Corporation in exercise of its powers under clause (1) shall vest in the transfereee all rights in or to the property transferred as if the property had been sold to the transferee by the owner.

(3) All sums due to the Corporation from the borrower or his surety shall be recoverable as arrears of land revenue.

27. (1) Where by reason of the breach of any agreement by the borrower the Corporation becomes entitled to require the immediate payment of the amount due by the borrower to the Corporation, any officer of the corporation authorised generally or specially by the Board in this behalf may apply to the District Judge within the local limits of whose jurisdiction the borrowers house is situated for any one or more of the following relief, namely;

(a) an order for the sale of any property or properties pledged, mortgaged, hypothecated or assigned to the Corporation as security for the sums due by the borrower;

(b) for an injuction restraining the borrower or his surety freom in any manner removing, transferring or disposing of any of the Properties referred to in Sub-clause (a) ;

(c) for an ad-interim attachment attaching the properties referred to in sub-clause (a) above and such other properties of the borrower or his surety as in the opinion of the District Judge were sufficient to cover the claim of the Corporation against the borrower including costs and interest.

(2) An application under clause (1) shall state the nature and extent of the liability of the borrower and his surety to the Corporation, the grounds on which it is made and such other particulars as may be prescribed.

(3) The District Judge may if he thinks fit hear the applicant and where the reliefs mentioned in sub-clauses (b) and (c) of clause (1) are prayed for in the application shall pass ad-interim orders granting such reliefs as in the opinion of the District Judge are sufficient to safegaurd the full claim of the corporation against the borrower.

(4) At the time of passing his orders under clause (3) the District Judge shalll order notice of the application to issue to the borrower and his surety together with copies of the applications, the order passed by the District Judge under clause (3), and any evidence which may have been recorded at the time of the order under clause (3), calling upon the borrower and his surety to show cause on a date to be

specified in the notice, why the interim orders passed should not be confirmed and the reliefs sought in the application be granted.

(5) If no cause is shown on or before the date specified in the notice under clause (4), the District Judge shall dispose of the application.

(6) If the borrower and his surety appear and show cause, the District Judge shall grant them and the Corporation reasonable opportunity to produce their evidence relating to the reliefs claimed in the application, and after, considering such evidence and hearing the parties, the District Judge shall pass his order disposing of the application.

(7) When passing his order under clause (5) or clause (6) the District Judge shall---

(a) record his finding as to the amount due by the borrower to the corporation, and the interest payable thereon;

(b) direct or refuse to direct the sale of the properties attached;

(c) confirm, discharge or vary any ad-interim orders passed restraining the borrower and his surety or attaching their properties; and

(d) pass any other incidental orders.

(8) No order passed by the District Judge ordering the release of any property of the borrower or his surety from attachment shall be given effect to until after the expiry of 30 (thirty) days from the date of that order except with the written consent of the Corporation, or where an appeal has been preferred to the High

Court Division, under the orders of the High Court Division.

(9) An order under this Article for the attachment or sale of property shall be carried into effect as far as may be in the manner provided in the Code of Civil Procedure, 1908, for the attachment or sale of property in execution of a decree as if the Corporation were the decree-holder.

(10) Any party aggrived by an order under clause (5) or clause (6) may within thirty days from the date of the order appeal to the High Court Division, and upon such appeal the High Court Division may after hearing the parties pass such orders as it thinks proper.”

আদেশের ২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে ঋণ আদায় এবং উক্ত ঋণকে বকেয়া রাজস্ব হিসাবে

গণ্য হইবে মর্মে উল্লেখ আছে। অন্যদিকে, আবার ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আদালতের আশ্রয় নেওয়ার বিধান আছে, যদিও তাহা নির্দিষ্ট আদালতে।

আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য আইনের মূখবন্ধে নিহত থাকে। যদিও মুখবন্ধ আইনের অংশ কিনা এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিতর্ক হইয়াছে। অনেকের মতে ইহা আইনের অংশ নয় বরং উহার বাইরের অংশ। Lord Holt এর মতে, মূখবন্ধ আইনের অংশ নয় কিন্তু উহা আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করে (Mills vs. Wilkins (1703) KB 662)। Lord Halsbury এর মতে, সংক্ষিপ্ত শিরোনামের ন্যায় মুখবন্ধও আইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ (Halsbury, Law of England (3rd Edition) Vol-36, P-370, Para-544)। Shobha Vs. State of U.P. AIR 1963 All 29, মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্টও একইরুপ মন্তব্য করেন।

মুখবন্ধ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে কিনা বা ইহার প্রয়োজনীয়তা কি সে বিষয়ে আসাম হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ লক্ষ্যনীয়। AIR 1959 Asam 147, 151, Anil Kumar Vs. Deputy Commissioner মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The preamble alone cannot be held to be conclusive of the intent and purpose of the

> legislation. The object, purpose and intent of the legislation have to be gathered from the various provisions of the statute itself and not merely from an isolated examination of the Preamble, which may indicate the primary object in view, but may not refer in detail to certain other objects, which are incidental and essential to the working out of the primary object of the legislation."

আইনের 'Operative Part' এ কোন সংশয় দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে মুখবন্ধের সাহায্য নিয়া আইন ব্যাখ্যা করিতে হয় । মুখবন্ধ আইনের উপক্রমণিকা হিসাবে কাজ করে। আইনের শিরোনাম এবং মুখবন্ধ আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন করা ছাড়াও ইহা আইন সভার উদ্দেশ্যের প্রতিফালন ঘটায়। AIR 1953 SC 404 Kedarnath Bajoria v. State of West Bengle মোকদ্দমায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট অনুরুপ মন্তব্য করেন। মুখবন্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করে AIR 1960 SC 1080, 1097

Kochuni v. state of Madras মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেনঃ

> "The Preamble of a statute is a key to the understanding of it and it is well established that it may legitimately be consulted to solve any ambiguity, or to fix the meaning of words which may have more then one, or to keep the effect of the Act within its real scope, whenever the enacting part is in any of these respects open to doubt."

মুখবন্ধ আইনের Enacting part কে অনুসরণ করে। AIR 1955 Bom, 363, Commissioner of Labour Vs- Associated Cement Companies Ltd. মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The Preamble may no doubt show the object of enacting a law, but you shall not infer from it the Legislature did not mean to go further than the declared object."

মুখবন্ধের সাথে আইনের Enacting part এর বিরোধ হলে Enacting part প্রাধান্য পায়।

আইন ব্যাখ্যার একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি আইনে ব্যবহৃত ভাষা যেখানে পরিষ্কার সেখানে মুখবন্ধের বক্তব্য পরিহার করতে হয়। কিন্তু যেখানে উহা অপরিষ্কার ও দ্ব্যর্থবোধক সেখানে মুখবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসাবে কাজ করে। 5 DLR 527, Pasharuddin Vs- Jolekha Khatun মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে;

> "কোন ঘটনা বা কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি আইন প্রণীত হইয়াছে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুখবন্ধে বর্ণিত থাকে। ফলে ঐ আইনের বিভিন্ন অংশে বিবৃত বিধানাবলী সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে মুখবন্ধ গাইড হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।"

আইনসভার উদ্দেশ্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে মুখবন্ধ আইনের ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে সক্ষম বলিয়া 51 DLR, 473, 477 Parveen and another Vs. State মামলায় মন্তব্য করা হয়; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;-

> "The intention of the legislature is to be gathered from the preamble and other provisions of the law and if these provisions are clear and unambiguous,

there is no scope for putting any construction on the provisions of the Act."

একথা স্বীকার্য যে, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের বকেয়া পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত পি.ও এর ২৬ ও ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান আছে কিন্তু মুখবন্ধের সঙ্গে যেমন ২৬ ও ২৭ নং অনুচ্ছেদ সমন্বয়হীন তেমনি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে ২৬ ও ২৭ নং অনুচ্ছেদ পরস্পর বিরোধী। তবে বিচার্য্য বিষয় যে উক্ত বিধানের/আদেশের একটি অনুচ্ছেদ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আইন (অ্যাকট) নাকি ইনঅ্যাকটমেন্ট তাহা বিবেচনার বিষয়। বিষয় দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া পর্যালোচনা সহ মূল্যায়ণ করিলে দেখা যায় যে, অর্থঋণ আদালত আইন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিপূর্ণ এবং প্রায় পদ্ধতিগত আইন। অন্যদিকে, ডিক্রিদার কর্পোরেশনের আদেশের বিধানের তথা পি.ও ৭, ১৯৭৩ এর ২৭ অনুচ্ছেদ পরিপূর্ণ আইন নহে বরং তাহা আইনের পরিভাষায় Enactment বলিয়া গণ্য করা যায়। বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য ‘Act’ এবং ‘Enactment’ সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায় যে,-

“আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন ব্যতীত অন্যান্য বিধি বিধান ‘Enactment’ নামে অভিহিত। ‘Act’ বা আইন যে অর্থে ব্যবহৃত

হয় ‘Enactment’ ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ‘Act’ বলতে পুরো আইনটিকে বুঝায়, অপর পক্ষে ঐ ‘Act’ এর ধারা, উপ-ধারা বা অনুচ্ছেদকে ‘Enactment’ বলা হয়। AIR 1941, All ERP-499 Director, Public Prosecutions Vs. Lamb মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে, “An enactment may mean something other than an Act of Parliament, but an Act means an Act of Parliament.” আবার, 2KB-(1906) 140, Wakefield etc. Co. v. Vakefield Corporation মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ‘Act’ means the whole Act, whereas section or part of a section in any Act may be an enactment.” আবার ‘Enactment’ শব্দটি দ্বারা কি বুঝায় তাহা বুঝাতে গিয়া মুহম্মদ হাবিবুর রহমান ও আনিসুজ্জামান তাঁদের রচিত ‘আইন-শব্দকোষ’ গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ‘Enactment’ বা ‘বিধিবদ্ধকরণ’ বলিতে পার্লামেন্টের আইন, সাধারণ যাজকসভার ব্যবস্থা, আদেশ অথবা একটি অপ্রধান আইন, কিংবা এগুলির অন্তর্ভূক্ত কোন বিশেষ বিধান (যেমন, বিশেষ কোন ধারা) বুঝায়।”

যদি তর্কের খাতিরে উক্ত অনুচ্ছেদটিকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হইলেও যখন দুইটি বিশেষ আইন সমজাতীয় হয় সেক্ষেত্রে **‘in pari materia’** নীতি অনুসরণ করিতে হয়।

‘In Pari meteria’ এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘সমজাতীয় মামলায় বা অবস্থায়’। সংবিধি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বর্ণিত শব্দগুচ্ছ একটি নীতি হিসাবে স্বীকৃত। এই নীতি অনুসারে যে সকল সংবিধি একই ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কিত বা একই সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বলিত হয়, সেক্ষেত্রে আইনসভার উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য ঐ সংবিধিগুলোকে একত্রে বিবেচনা করিতে হয়। আর এই নীতিটি প্রয়োগ করা হয় তখনই যখন একটি বিশেষ সংবিধি দ্ব্যর্থবোধক হয়। ল্যাটিন ‘in pari materia’ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ “in the same matter”. একই বিষয়ে একাধিক আইন প্রচলিত থাকিলে ঐরুপ সব আইনের অর্থ একত্রে উদ্ধার করিতে হয়। যাহাতে আইনগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অসঙ্গতি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। আইন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই প্রবচনটি অতি প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে Black’s Law Dictionary-তে উল্লেখ করা হইয়াছে;-

> “It is a canon of construction that statutes that are in pari materia may be construed together, so that

inconsistencies in one statute may be resolved by looking at another statute on the same subject."

কখন একটি আইন 'in pari materia' হইবে এবং কখন হইবে না তাহা ব্যাখ্যা করা হয় 32 DLR (AD) 138, Director of Taxation and Excise V. Mehdi Ali Khan Panni মোকদ্দমায়, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

"...unless the statute is in pari materia, no language of a statute is to be interpreted with the help of the language of another statute or to take recourse to analogy but if the two statutes are in pari materia, the language of one can be taken assistance of in interpreting the language of the other."

অন্যদিকে, 42 DLR (AD) Muhammad Julfikar v. Abul Kalam Chowdhury and others মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত হয় যে,-

"...Where the provisions of the later Act could only operate indirectly as an aid to the construction of words

in the earlier Act those provisions can only be used for that purpose if certain conditions apply to the earlier Act when it is considered by itself.”

অর্থঋণ আদালতের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হইতেছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে বিশেষ করে অর্থঋণ আদালত আইনের ২ ধারা অনুযায়ী সজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠ্যন এবং তথায় উল্লেখিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে বকেয়া ঋণ আদায়ের পরিপূর্ণ এবং পদ্ধতিগত বিধানের সমন্বয়ে একটি বিশেষ আইন যদিও ডিক্রি জারীর ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানকে অনুসরনের নিয়ম প্রয়োগযোগ্য। কিন্তু ডিক্রিদার কর্পোরেশনের বকেয়া ঋণ আদায়ের বিধানটি অসম্পূর্ণ, অপূর্ণাঙ্গ এবং বিধিবদ্ধ পদ্ধতির অভাব সম্বলিত। অর্থঋণ আদালত আইনে ঋণ গ্রাহক দায়িকদের যে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। তাহা প্রধানতঃ

১। ধারা ৭ মতে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক ও স্থানীয় পত্রিকায় (যদি থাকে) সমন জারী সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের বিধান করায় বিবাদী মোকদ্দমা সম্পর্কে অবগত হয়, বিবাদীর অজ্ঞাতে এক তরফা ডিক্রী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মোকদ্দমার সমন জারী হওয়া/না হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে না।

২। ধারা ১২(৮) এর শর্ত মতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার সম্পত্তি ঋণ ও বন্ধক হিসাবে রাখা হয় তাহা নিলামে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনরূপ অবৈধতা বা পদ্ধতিগত অনিয়ম থাকিলে সম্পত্তি জামানত প্রদানকারী ঋণ গ্রহীতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করার বিধান করা হয়।

৩। ধারা ১৪ মতে মামলা শুনানী মূলতবী সম্পর্কিত বিধান মোকদ্দমার শুধু বিবাদীর প্রতি প্রযোজ্য নহে। উক্ত বিধান মোকদ্দমার বাদী তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর প্রযোজ্য বাদীর প্রার্থনায় মূলতবীর ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও মূলতবী খরচ প্রদান করিতে হয়।

৪। ধারা ২১ মতে মীমাংসা সভা/ধারা ২২ মধ্যস্থতার মাধ্যমে মোকদ্দমা নিস্পত্তির সুযোগ থাকায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সহজভাবে পারস্পরিক সমস্যা উপলব্ধি করিয়া সহজ সমাধানে আসা যায়। উক্ত অবস্থায় পক্ষবৃন্দ দাখিলী কোর্ট ফি ফেরৎ পায়।

৫। ধারা ২৮ মতে জারী মামলা দাখিলের সময়সীমা আরোপ করায় দায়িক ডিক্রীদারের বিলম্বিত দাবীর হাত হইতে রক্ষা পায়।

৬। ধারা ৩০ মতে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক ও স্থানীয় পত্রিকায় নোটিশ জারী সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের বিধান করায় দায়িক

মোকদ্দমা সম্পর্কে অবগত হয়, দায়িকের অজ্ঞাতে একতরফা নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মোকদ্দমার নোটিশ জারী হওয়া/না হওয়ার বিষয়ে কোন দ্বিধা থাকে না।

৭। ধারা ৪৪(৩) মতে আপীল দায়েরের সময় অন্তবর্তীকালীন আদেশের বিষয়ে ক্ষুব্দ হইলে তৎবিষয়েও প্রতিকার প্রার্থনা করা যায়।

৮। ধারা ৪৬ মতে মামলা দায়ের সম্পর্কিত বিশেষ বিধান ও সময়সীমা আরোপ করায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিলম্বিত দায়েরী মোকদ্দমায় বিশাল দাবীর অমানবিক থাবা হইতে ঋণ গ্রহীতা রক্ষা পায়।

৯। ধারা ৪৭ মতে দাবী আরোপে সীমাবদ্ধতা করায় ঋণ গ্রহীতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত আসল ঋণ অপেক্ষা ২০০% অর্থাৎ ১০০+২০০= ৩০০ টাকার অধিক টাকা পরিশোধ করিতে হয় না। অতীতে দেখা গিয়াছে যে ১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার ১৫/১৬ বৎসর পর মামলা দায়েরে সুদাসলে ১৪/১৫ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া ডিক্রী লাভ করে। বর্ণিত বিধানের কারণে বর্তমানে তাহা সম্ভব নহে। অর্থাৎ বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ১ লক্ষ টাকা ঋণের বিপরীতে ৩ লক্ষ টাকার অধিক দাবী করিতে পারিবে না।

১০। ধারা ৪৯ মতে ঋণের কিস্তির বিধানও করা যায়। ফলে দায়িকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বা আদালত স্বীয় উদ্যোদে যথাযথ মনে করিলে দায়িককে ডিক্রীকৃত টাকা ১ (এক) বছরে ৪ (চার) টি সমান কিস্তিতে পরিশোধের জন্য সুযোগ দিতে পারে। এমনকি ডিক্রীদার সম্মত থাকিলে ডিক্রীকৃত টাকা ৩ (তিন) বছরে ১২ (বার) টি সমান কিস্তিতে পরিশোধের জন্য আদালত দায়িককে সুযোগ দেওয়ার বিধান করা হয়।

১১। ধারা ৫০ মতে আদালত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আরোপিত বেআইনী ও অন্যায় সুদ বা মুনাফা বা ভাগা হ্রাস মাফ করিতে পারে। ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণের উপর বে-আইনি সুদ/মুনাফা/ভাড়া আরোপ করিলে আদালত তাহা মাফ করিতে পারে বলিয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণের উপর বে-আইনি সুদ/মুনাফা/ভাড়া আরোপ করিতে বিরত থাকিবে।

বর্ণিত অবস্থায় দেখা যায় যে, কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ একটি ন্যায় ভিত্তিক আইন। উক্ত আইন ঋণ দাতা ও ঋণ গ্রহীতা উভয় পক্ষের অধিকার সংরক্ষণ করে বিধায় এই আইনকে দেশের অর্থনৈতিক শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চমৎকার আইন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ঋণ গ্রাহকদের যে সকল সুবিধাদি অর্থঋণ আদালত আইন প্রদান করা হইয়াছে তাহা যেমন উভয় পক্ষের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষা সহ আইনের সমতা বিরাজ করে এবং ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও খুব জোরালো ভূমিকা থাকে কিন্তু কর্পোরেশনের উল্লেখিত বিধান মতে এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সুগঠিত এবং কার্যকরি বিধানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে যদি কেহ বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গৃহঋণ গ্রহণ করেন এবং ঋণ খেলাপী হন তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে বকেয়া ঋণের উপর পর্যাপ্ত Advaluram কোর্ট ফি প্রদান সহ আসল টাকার ২০০% (১০০+২০০=৩০০/-) সুদের ভিতরে প্রতিকার প্রার্থনা করিতে হয়। কিন্তু বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের বকেয়া ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে এবং তাহা আসলের ২০০ গুনের বেশী হইলেও শুধুমাত্র ৫ টাকার কোর্ট ফি দিয়া তাহাদের প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারেন, যাহা সংবিধানের প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের ২৭ অনুচ্ছেদের চরম লঙ্ঘন এবং যাহার পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক অধিকারের ৩১ নং অনুচ্ছেদকেও আঘাত করে। বিষয়টি বিবেচনা এবং অনুধাবনের লক্ষ্যে অনুচ্ছেদদ্বয়ের বক্তব্য নিম্নে অনুলিখন করা হইলঃ

"<u>অনুচ্ছেদ ২৭।</u>

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

- **অনুচ্ছেদ ৩১।**

আইনের আশ্রয় লাভ ও আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইন অনুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পদের হানি ঘটে।"

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় দায়িক-আপীলকারী পক্ষ গৃহঋণের জন্য ৭,৭২০০০/- টাকা গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে ডিক্রিদার কর্পোরেশনের দাবী হইতেছে ২৯,৬১,৫৫০.৬০ টাকা। কিন্তু একই ঋণ অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে গ্রহণ করিলে দায়িক পক্ষকে যে টাকা পরিশোধ করিতে হইত তাহা বর্তমানে দাবীকৃত টাকার চেয়ে কম। যেখানে দায়িক-আপীলকারীদেরকে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রদত্ত মৌলিক অধিকার হইতে

বঞ্চিত করা হইতেছে। যেখানে ডিক্রিদার কর্পোরেশনের ঋণ আদায়ের পদ্ধতি বা ঋণ আরোপের পদ্ধতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করে সেখানে আদেশের উক্ত বিধিবিধানের কার্যকারিতা হারায়। অধিকন্তু যেহেতু ডিক্রিধার কর্পোরেশন অর্থঋণ আদালত আইনের শুরু হইতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞার আওতাভূক্তসহ আইনের তফসিলের/ধারায় শ্রেণীবদ্ধ সেক্ষেত্রে ডিক্রিদার কর্পোরেশনকে অর্থঋণ আদালত আইনের আওতায় প্রতিকার প্রার্থনা করিতে হইবে।

যদিও অত্র বিবিধ আপীলটিতে আইনের বিধানকে চ্যালেঞ্জ করা হয় নাই কিন্তু প্রত্যেক নাগরিকই ন্যায় বিচার (Complete Justice) পাইতে হকদার। মানুষ আদাতের দ্বারস্থ হয় ন্যায় বিচারের প্রত্যাশায়। আইনে বিধান নাই বলিয়া বিচারক তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত বিরোধীয় বিষয়টি ফেরৎ দিতে পারেন না। এককালে আইনে বিধান নাই বলিয়া বিচারক উহা ফেরৎ দিতে পারিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে Equity র উৎপত্তি হওয়ায় আদালত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে equitable principles প্রয়োগ করিয়া বিচারপ্রার্থী জনগণকে বিচারের সুফল দিয়া থাকেন। অনেক মামলায় দেখা যায় বাদী যে প্রতিকার চাহিয়াছে উহা অপ্রতুল। তখন আদালত উহার সহজাত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া প্রার্থীত

প্রতিকারকে ফলপ্রসূত (fruiful) করার লক্ষ্যে উহার অনুষঙ্গিক সকল প্রতিকার প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা Complete justice এর জন্যই আদালত করিয়া থাকেন। Complete justice এর ধারণা এবং উহার পরিব্যপ্তি আলোচনা করিতে গিয়া 20 DLR 320, Arabinda Das Vs. Srinati Sura Das and others মামলায় সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "The entire body of procedural law is meant for advancement of the cause of justice and not to pose any technical difficulty in the way of the Court to do complete justice between the litigant parties for the administration of which alone it had been created. All technicalities are required to be avoided to secure justice as because end of law is justice."

উপরোক্ত আলোচনা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহের আলোকে প্রতিয়মান যে, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অর্থ ঋণ আদালত আইনের ২ নং ধারায় যেমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য, তেমনই ২(ক) উপ-ধারার

ক্রমিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অর্থ ঋণ আদালত অধ্যাদেশ/আইনের জন্মলগ্ন হইতেই অন্তর্ভূক্ত। অর্থ ঋণ আদালত আইনে বার বার সংশোধন আনায়ন করা হইয়াছে এবং সংশোধনের মুখবন্ধে উল্লেখ আছে, "আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ প্রযোজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

আইন সভা কর্তৃক অর্থ ঋণ আদালত আইন প্রণয়ের উদ্দেশ্যকে অধিকতর সংহতকরণ তথা কার্যকর করার নিমিত্তে বার বার সংশোধন করা হইয়াছে। তাই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে অর্থ ঋণ আদালত আইনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব বিবেচনায় নেওয়ার দাবী রাখে এবং আইনসভা কর্তৃক অর্থ ঋণ আদালত আইন প্রণয়েনের উদ্দেশ্যও তাহাই। যদিও বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের আদেশের বিধানে ঋণ আদায়ের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সন্নিবেশিত আছে, কিন্তু যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য একটি প্রায় পদ্ধতিগত অধিকতর সংহতকরণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আইন প্রণয়ন হয় এবং উক্ত আইনে বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় তখন উক্ত আদেশের বিশেষ বিধান যাহা ইতোপূর্বে ‘Enactment’ হিসাবে বিবেচিত তাহার কার্যকারিতা হারায় এবং ‘Act’ এর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। সেই ক্ষেত্রে বলা যায়, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অর্থ ঋণ আদালত আইনের আওতাধীন।

উপরোক্ত আলোচনা-পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আপীলটি মঞ্জুর করার মত আইনের জোরাল সমর্থন রহিয়াছে বলিয়া আমাদের অভিমত।

অতএব, ফলাফল; আপীলটি নিম্নলিখিত নির্দেশনাসহ মঞ্জুর করা হইল;-

১। বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ, খুলনা আদালতের দেওয়ানী ১১৪/২০০৬ নং ডিক্রি জারী মোকদ্দমায় প্রচারিত ২০/০৭/২০১০ তারিখের আদেশ রদ ও রহিত করা হইল।

২। দায়িক-আপীলকারী-২-৯নং প্রতিপক্ষদের জমাকৃত ৪,৪৮,০০০/- টাকা দরখাস্তকারী-ডিক্রিদার-১নং প্রতিপক্ষ কর্পোরেশনের সার্কুলার নং ০২/২০০৮ ও ০২/২০০৯ এর পরি-বিধান অনুযায়ী শতকরা ৩০% ভাগ গণ্যক্রমে উল্লেখিত টাকা সমন্বয়পূর্বক যে পাওনা টাকা অবশিষ্ট হইবে, তাহা ১৬৯টি কিস্তিতে পরিশোধের নিমিত্তে পুনঃতফসিলী করনের নির্দেশ প্রদান করা হইল। তবে বকেয়া ঋণ আসলের শতকরা ২০০% (১০০+২০০=৩০০/-) এর বেশী হইতে পারিবে না।

৩। অত্র রায় ও আদেশ প্রাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে ডিক্রিদার-১ নং প্রতিপক্ষকে পুর্নাংগ হিসাব-নিকাশন্তে কিস্তির টাকা নির্ধারণপূর্বক দায়িকপক্ষকে অবগতি করার পরের মাস হইতে কিস্তি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হইল। ব্যর্থতায় বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে বকেয়া ঋণ সমন্বয় করিতে পারিবে।

একই কারণে দেওয়ানী ৫৩০(এফএম)/২০১০ নং রুলটি চূড়ান্ত (এ্যাবসলিউট) করা হইল।

রায়ের অনুলিপি অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিচারিক আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হইল।

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন

বিচারপতি সৈয়দ মোঃ জিয়াউল করিম

আমি একমত।

বিচারপতি সৈয়দ মোঃ জিয়াউল করিম